www.coastbd.net

জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশের আভ্যন্তরীন বাস্তুচ্যুতির সংকট

participates in survival strategies of coastal poor
COAST Foundation

- আগামী ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বে প্রতি ৪৫ জনে একজন এবং বাংলাদেশে প্রতি ৭জনে ১জন জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে বাস্তুচ্যুত হবে [বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তচ্যুত ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্র]

অতিসাম্প্রতিক আইওএমের গণনার তথ্য বলছে-

- দেশের অভ্যন্তরে বর্তমান বাস্তুচ্যুতির সংখ্যা ৪৯ লাখ ৫৫ হাজার ৫২৭ জন
- অধিকাংশ বাস্তুচ্যুত মানুষ (৮৫ শতাংশ) গ্রামীণ ইউনিয়ন এলাকার
- প্রতিবছর ৬ লাখ মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসছেন স্থায়ীভাবে
- প্রতিদিন প্রায় ২ হাজার মানুষ ঢাকায় যাচ্ছে, ৭০% জলবায়ু বাস্তুচ্যুত

মোট বাস্তুচ্যুত মানুষের এক-চতুর্থাংশই রয়েছে চট্টগ্রাম, সিরাজগঞ্জ, ভোলা ও নোয়াখালীএ চার জেলায়।

ভূমধ্যসাগর হয়ে ইউরোপে যাওয়া অভিবাসীদের ২১% বাংলাদেশি

আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম)

- UNHCR ও বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত প্রায় ১৩,১৪৮ জন বাংলাদেশি ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইতালি পৌঁছেছে অনিয়মিতভাবে

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতি একটি বৈশ্বিক সঙ্কট, যা শুধু পরিবেশগত নয়, বরং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মাত্রাতেও গভীর প্রভাব ফেলছে

participates in survival strategies of coastal poor
COAST Foundation

অনিশ্চয়তায় ১.৫ ডিগ্রি লক্ষ্যমাত্রা: ঝুঁকিতে বাংলাদেশ ও দ্বীপরাষ্ট্রগুলো

- জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার হ্রাস না করে ১.৫ ডিগ্রির লক্ষ্যমাত্রা অসম্ভব
- কপ-৩০'র ব্যর্থতায় বেড়েছে শঙ্কা; পৃথিবী ৩ ডিগ্রি উষ্ণতার দিকে ধাবিত
- জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বাধ্যতামূলক নয় স্বেচ্ছার ভিত্তিতে; বৈশ্বিক উষ্ণতা হ্রাসের বাস্তবসম্মত কোন পথই খোলা নেই
- উন্নত বিশ্ব/পেট্রো স্টেটগুলোর অর্থনৈতিক সুবিধা ও রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব

অভ্যান্তরীন বাস্তুচ্যুতির প্রধানতম কারনসমূহ

সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি

- দেশের উপকূলে সমুদ্রপৃষ্ঠ প্রতি বছর গড়ে ৪ দশমিক ৫৮ মিলিমিটার করে বাড়ছে। এটি বৈশ্বিক গড় (৩ দশমিক ৭ মিলিমিটার) থেকে অনেক বেশি।
- এই বৃদ্ধির হার চট্টগ্রামে ৪ দশমিক ৭৩ মিলিমিটার, যা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ
- পশ্চিমের সুন্দরবনে এই হার ৩ দশমিক ৬৬ মিলিমিটার এবং কেন্দ্রীয় মেঘনা মোহনা সমভূমিতে ২ দশমিক ৪ মিলিমিটার।

দেশের উপকূলীয় অঞ্চল সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ১১ দশমিক ৫ মিটার উঁচুতে অবস্থিত, এটা অত্যান্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা।

অভ্যান্তরীন বাস্তুচ্যুতির প্রধানতম কারনসমূহ

নদী ভাঙ্গনঃ

- ১৯৯২-২০১৪; দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৫১টি জেলায় নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে ৫ লাখ ৫০ হাজার ২শ’ ৭০ একর জমি [বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশীপ সেন্টার (বিডিপিসি) কর্তৃক জরিপ]
- বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের এক বক্তব্য অনুযায়ী নদী ভাঙন বছরে ৬৮,০০০ মানুষকে বাস্তুচ্যুত করছে

লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ হুমকিতে খাদ্য নিরাপত্তা

- দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলোর প্রায় ৫৩% অঞ্চলে বিভিন্ন মাত্রার লবণাক্ততায় আক্রান্ত
- উপকূলীয় অঞ্চলগুলোর কৃষিজমিতে লবণের স্বাভাবিক মাত্রা ধরা হয় ৭ দশমিক ৫ ডিগ্রি অব স্যালিনিটি (ডিএস)
- বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণায় অনেক অঞ্চলের কৃষিজমিতে ২৫ ডিএস মাত্রায় লবণের উপস্থিতিও পাওয়া যাচ্ছে
- আইপিসিসিসি এর দেয়া পূর্বানুমান বলছে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের খাদ্য উৎপাদন ৩০% পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে

অভ্যান্তরীন বাস্তুচ্যুতির প্রধানতম কারনসমূহ

- লোনা পানির অনুপ্রবেশে প্রতি বছর গড়ে ৩৫ লাখ টন শস্য উৎপাদন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে উপকূলীয় অঞ্চল।
- বর্তমানে উপকূলীয় এলাকার প্রায় ৬.০ মিলিয়ন মানুষ অতিরিক্ত লবণাক্ততার ঝুঁকিতে রয়েছে, এই সংখ্যা ২০৫০ সাল নাগাদ ১৩.৬ মিলিয়ন এবং ২০৮০ সাল নাগাদ ১৪.৮ মিলিয়নে পর্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকা রয়েছে

ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ বৃদ্ধি

- এডিবির মতে, বাংলাদেশে প্রতিটি বড় ঘূর্ণিঝড়ের কারনে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২৫০ কোটি ডলার [*বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ ২০ হাজার কোটি টাকা*]
- আগে ১০০ বছর পর পর একটি বড় ধরনের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ঘটনা ঘটত এখন প্রতি ৩ বছরে ঘটে

দুর্বল উপকূলীয় সুরক্ষা অবকাঠামো [বেড়িবাঁধ] বাস্তুচ্যুতির ঝুঁকি বাড়াচ্ছে

সাগর ও নদী বেষ্টিত দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলের বেড়িবাধের দৈর্ঘ্য প্রায় ৫ হাজার ৫০০ কিলোমিটার। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এর মধ্যে ২ হাজার ২শ কিলোমিটার বাঁধই অরক্ষিত ও চরম মাত্রায় ঝুঁকিপূর্ণ।

জলবায়ু বাস্তুচ্যুতি মোকাবেলায় উদ্যোগ অপর্যাপ্ত; বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা ও ঝুঁকির তুলনায় বর্তমান নীতি, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের মধ্যে স্পষ্ট ব্যবধান বিদ্যমান

- **স্বল্পমেয়াদি ও দুর্যোগকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি:** সরকারি উদ্যোগের বড় অংশই দুর্যোগ-পরবর্তী ত্রাণ ও অস্থায়ী পুনর্বাসনে সীমাবদ্ধ। *দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসন, জীবিকাভিত্তিক অভিযোজন, সামাজিক সংহতি ও অন্তর্ভুক্তি এই বিষয়গুলোতে পর্যাপ্ত গুরুত্ব কম।*

- **স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা সীমিত:**
- গবেষনা বলছে বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর ৮০% গ্রামীন জনপদের অন্তর্ভুক্ত
- সুতরাং বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সরাসরি কাজ করার দায়িত্ব মূলত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর (ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা) ওপর পড়ে
- কিন্ত তাদের পর্যাপ্ত বাজেট নেই, কারিগরি দক্ষতার সীমাবদ্ধতা প্রকট, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা সীমিত, ফলে স্থানীয় পর্যায়ে কার্যকর পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ

সন্দ্বীপের দীর্ঘাপাড় আশ্রয়ন প্রকল্পে মানবিক সংকট ঘর আছে, জীবন নেই

বিদ্যুৎ, সেবা, নিরাপত্তা ও কবরস্থান সংকটে প্রতিবাদের ঝড়

■ ইলিয়াছ সুমন সন্দ্বীপ

চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ উপজেলার দীর্ঘাপাড় ইউনিয়নের সরকারি আশ্রয়ন প্রকল্পগুলোতে মানবিক সংকট চরমে পৌঁছেছে। নদী ভাঙনের পর এই চরাঞ্চলে গড়ে ওঠা তিনটি সরকারি আশ্রয়ন প্রকল্পে প্রায় ৪৯০টি পরিবার থাকলেও তাদের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত খারাপ। ঘর থাকলেও সেখানে নেই নিরাপদ জীবন, বিদ্যুৎ সেবা ও স্বাস্থ্যসহ মৌলিক নাগরিক সুবিধা। এতে সাধারণ মানুষের জীবন আজও অনিশ্চিত ও দারুণ দুর্ভোগে দিন কাটাচ্ছে।
"কমরেড মুজফফর আহমদ আশ্রয়ন প্রকল্প"সহ এসব আশ্রয়ন কেন্দ্রে বাস করছেন অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে। তবে সরেজমিনে দেখা যায়, প্রায় অর্ধেক ঘর ফাঁকা, সেখানে গবাদিপশু বেধে রাখা হয়েছে অথবা লাকরি রাখা রয়েছে। ছোট ছোট এককোণা ঘর,

► ৭-এর পাতায় দেখুন

পুনর্বাসনে জীবিকা ও সামাজিক সুরক্ষার দুর্বলতা: সরকারি পুনর্বাসন প্রকল্পগুলোতে অনেক সময় আবাসন নির্মাণে গুরুত্ব দেওয়া হলেও, টেকসই জীবিকা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মতো বিষয়গুলো উপেক্ষিত থাকে। এর ফলে পুনর্বাসন দীর্ঘস্থায়ী হয় না এবং মানুষ আবার স্থানচ্যুত হয়।

বাস্তুচ্যুতির টেকসই পুনর্বাসনে প্রয়োজন সমন্বিত স্থানীয় ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ (সুপারিশসমূহ):

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সৃষ্ট বাস্তুচ্যুতি একটি বহুমাত্রিক ও দীর্ঘমেয়াদি সংকট। এই সংকট কেবল মানুষের আবাসন হারানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি জীবিকা, সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও মানবিক মর্যাদার ওপর গভীর প্রভাব ফেলছে

ক. জলবায়ু বাস্তুচ্যুতি একটি স্থানীয় বাস্তবতাভিত্তিক সমস্যা

- জলবায়ুজনিত বাস্তুচ্যুতির ধরন, মাত্রা ও প্রভাব অঞ্চলভেদে ভিন্ন
- কেন্দ্রনির্ভর সমাধান এসব বৈচিত্র্যপূর্ণ সমস্যা মোকাবেলা করা সম্ভব হবেনা
- স্থানীয় সরকার ও কমিউনিটির নেতৃত্বে সমন্বিত ব্যবস্থাপনা বাস্তবসম্মত ও কার্যকর সমাধান নিশ্চিত করতে পারে

খ. খন্ডিত/বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ টেকসই পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে ব্যর্থ

- বর্তমানে পুনর্বাসন উদ্যোগগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে খন্ডিত বা স্বল্পমেয়াদি ও প্রকল্পনির্ভর
- আবাসন দেওয়া হলেও জীবিকা, সামাজিক সংহতি ও ভবিষ্যৎ ঝুঁকি বিবেচনা অনুপস্থিত
- সমন্বিত স্থানীয় ব্যবস্থাপনা আবাসন, জীবিকা, সামাজিক সেবা ও অভিযোজনকে একীভূত করে টেকসই পুনর্বাসনের পথ তৈরি করা জরুরী

বাস্তুচ্যুতির টেকসই পুনর্বাসনে প্রয়োজন সমন্বিত স্থানীয় ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ (সুপারিশসমুহ):

গ. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ও সক্ষমতা অপরিহার্য

- বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে কাছাকাছি কাজ করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কিন্তু তাদের কারিগরি দক্ষতা, অর্থায়ন ও সমন্বয় ক্ষমতা সীমিত
- স্থানীয় ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করতে পারলে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা বাড়বে এবং পুনর্বাসন কার্যক্রম দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই হবে

ঘ. কমিউনিটির অংশগ্রহণ ছাড়া পুনর্বাসন টেকসই হবে না

- বাস্তুচ্যুত মানুষ যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহন না করে, তাহলে পুনর্বাসন ব্যবস্থা তাদের প্রয়োজন ও সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না
- কমিউনিটি-ভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক স্থানীয় ব্যবস্থাপনা সামাজিক সংহতি তৈরি করবে, নারী, শিশু ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিত করবে

ঙ. ভবিষ্যৎ জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলায় অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি

- বাস্তুচ্যুতি চলমান প্রক্রিয়া, ভবিষ্যৎ দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রয়োজন অভিযোজন সক্ষমতা
- সমন্বিত স্থানীয় ব্যবস্থাপনা-স্থানীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ব্যবহার করতে হবে, ঝুঁকি হ্রাস ও প্রস্তুতি জোরদার করতে হবে যা বারংবার বাস্তুচ্যুতির ঝুঁকি কমাতে সহায়তা করবে।

বাস্তচ্যুতির টেকসই পুনর্বাসনে প্রয়োজন সমন্বিত স্থানীয় ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ (সুপারিশসমূহ):

participates in survival strategies of coastal poor
COAST Foundation

চ. অভ্যন্তরীণ বাস্তচ্যুতি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্র-২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের উদ্যোগ ও অর্থায়ন জরুরী:

- কৌশলপত্রের আওতায় বাস্তুচ্যুতিকে ৩টি পর্যায়ে বিভক্ত করে বাস্তুচ্যুতি প্রতিরোধের রূপরেখা প্রস্তুত করা হয়েছে-প্রাক- বাস্তুচ্যুতি; বাস্তুচ্যুতিকালীন অবস্থা; বাস্তুচ্যুতি-পরবর্তী সময়
- সরকার জাতীয় কৌশলপত্র-২০২১ প্রণয়ন করলেও বাস্তবায়নের অগ্রগতি অস্পষ্ট
- কৌশলপত্রে জাতীয় বাজেটের অর্থায়ন থেকে বাস্তুচ্যুতি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন এবং বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড থেকে অর্থ বরাদ্দের বিষয়গুলো উল্ল্যেখ করা হলেও অগ্রগতি যথেষ্ট অস্পষ্ট
- বাস্তচ্যুতির মতো জাতীয় সমস্যা মোকাবেলায় এবংঅধিকারভিত্তিক সুরক্ষার বিষয়টি সরকারের অগ্রাধিকার বিনিয়োগ খাত হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হওয়া প্রয়োজন

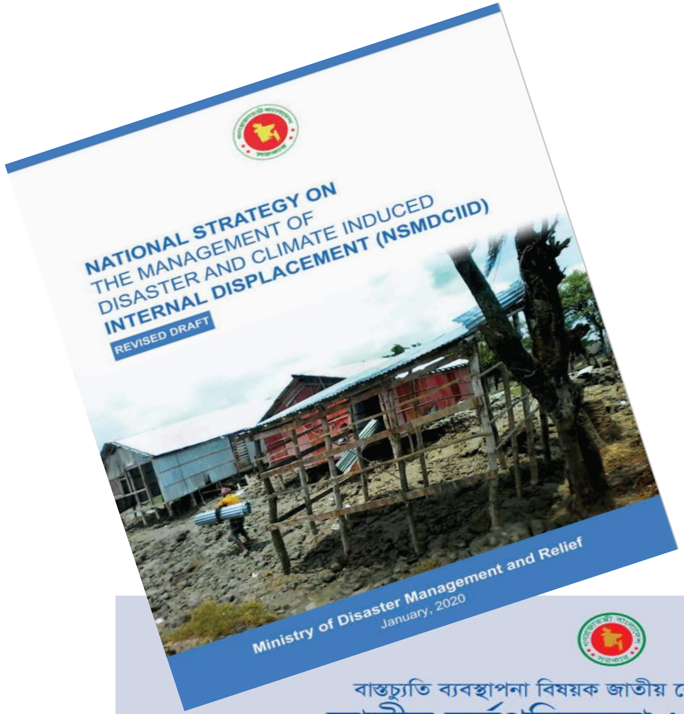

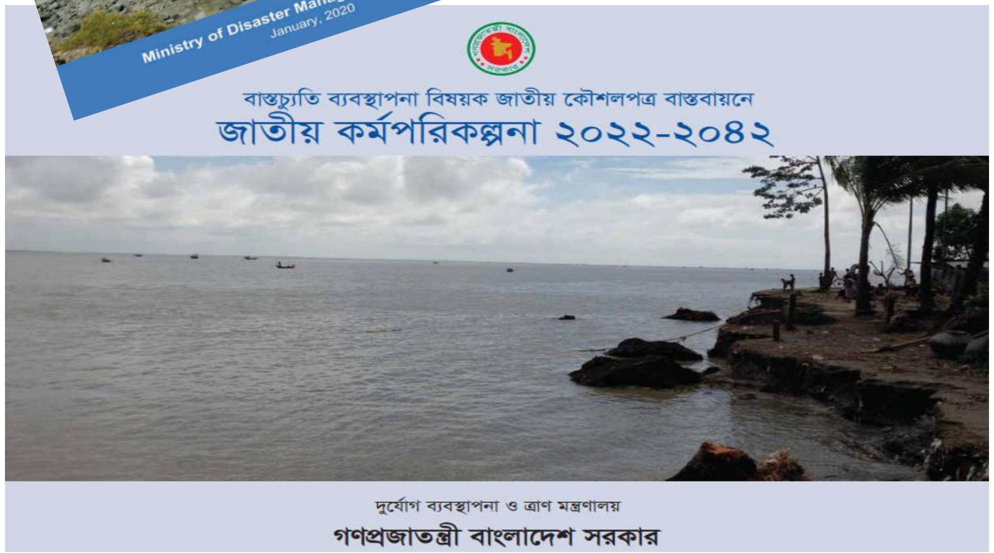

ছ. জলবায়ু অভিঘাত মোকাবেলায় প্রয়োজন টেকসই উপকূলীয় সুরক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ:

- জলবায়ু পরিবতনের নেতিবাচক প্রভাব [সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস-জোয়ার বৃদ্ধি] মোকাবেলায় মানসম্মত উচ্চতার টেকসই বেড়ীবাঁধ প্রয়োজন

জলবায়ু পরিবর্তন ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ঠেলে দিচ্ছে একটি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে.......

আমরা আলোচনা করতে পারি…